ফরজে আইন ইলম কোর্স

দারস নং ৩

কুরবানীর আহকাম- পর্ব ১

মিফতাহুল উলূম অনলাইন একাডেমি

বাহিস

ডাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মাসীহ উল্লাহ
এমবিবিএস (সিএমসি)
তাকমীলুল হাদীস, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী।
তাখাস্সুস ফিল ফিকহিল ইসলামী, আল-জামিয়াতুল আরবিয়া নাছেরুল ইসলাম নাজিরহাট।

কুরবানী একটি ইবাদত যা কারও উপর ওয়াজিব, কারও উপর মুস্তাহাব। আসল উদ্দেশ্য হলো এই ইবাদত যেন সুন্দরভাবে করতে পারি।

ইলমের মুল মাকসাদ হলো আমালে পৌঁছানো। কুরবানীর যে আমাল সেটা আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উপর হুকুম করেছেন। এই বিধান যেন আমরা সুন্দরভাবে আদায় করতে পারি, কীভাবে আমল করলে আরও উত্তম থেকে উত্তম হয় এজন্য কুরবানির সাথে সম্পর্কিত বিধানগুলো আমাদের জানা থাকা দরকার। আল্লাহ তা'য়ালার যেকোনো ইবাদত পালন করতে গেলে ফিকহের সাথে সংশ্লিষ্ট তিনটি দিক আমাদের সামনে আসা উচিৎ। যথা:

১। আল ফিকহুল আকবর।
২। আল ফিকহুল আওসাত।
৩। আল ফিকহুল আসগর।

কুরবানি যেহেতু ইবাদাত তাই এর কিছু দিক আকবারের সাথে সম্পর্কিত, কিছু দিক আল ফিকহুল আওসাতের সাথে সম্পর্কিত আবার কিছু দিক আল ফিকহুল আসগরের সাথে সম্পর্কিত।

সাধারণত আমাদের সামনে যেকোনো ইবাদাতের আল ফিকহুল আসগারের আলোচনাটাই বেশি করা হয়।কিন্তু যেকোনো ইবাদাত চাই সেটা নামাজ, তিলওয়াত,জিকির, রোজা হোক না কেন সব বিধানেই এই তিনটি দিক থাকবে।

কুরবানির সাথে আল ফিকহুল আকবরের সম্পর্কঃ

আল ফিকহুল আকবর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানী দিক। আমাদের দৃষ্টি যদি আল্লাহ তা'য়ালার উপর থাকে তবে সেই ইবাদতটি সবচেয়ে সুন্দর হবে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তা কবুল হবে।

১। কুরবানি হলো আল্লাহর হুকুম কিন্তু কী জযবা নিয়ে কুরবানী করা হচ্ছে এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "কুরবান" শব্দটি এসেছে "কুর" শব্দ থেকে যার অর্থ নৈকট্য হাসিল করা।আল্লাহ তায়া'লার নৈকট্য হাসিল করা,এটাই কুরবানির উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের কাছে একটি জিনিস চাচ্ছেন অথচ সেটা আল্লাহ তা'য়ালার দরকার নেই এবং এটা আল্লাহ তা'য়ালা যে আমাদের কাছে চাচ্ছেন এটা আমরা পূরণ করব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই যেন আমরা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারি।

কুরবানির আমাল একদম আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামানা থেকেই আছে। প্রত্যেক নবী আলাইহিমুস সালাম এর শরীয়তের বিধান ছিল কিন্তু তার ধরণ ও প্রকৃতি ছিল একেক সময় একেক রকম। উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যে এসে এই কুরবানির বিষয়টি ইবরাহিম আলাইহিসসালাম এর সুন্নাহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়।এজন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিসালাম বলেছেন,
"সুন্নাতু আবিকুম ইবরাহিম।"
অর্থাৎ ইবরাহিম আলাইহিসসালাম এর সুন্নাহ জিন্দা করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের কুরবানী করা।

২য় হিজরি থেকে কুরবানীর বিধান শুরু হয়েছে।এরপর থেকে প্রতি বছরই আল্লাহর রাসুল কুরবানী করেছেন।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিসালাম কুরবানী করতে গিয়ে জানোয়ার জবাই করার সময় বলেছেন,

اللهم منک و لک
কুরবানির জানোয়ার তো আল্লাহ তা'য়ালারই দেওয়া। আবার সেটা কুরবানী দিচ্ছি আল্লাহর জন্যই।এখানে নিজে থেকে তো কিছু দিচ্ছি না। কুরবানীর সময় রাসুলুল্লাহ এই আয়াতটিও পড়তেন,

قُلۡ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَنُسُکِیۡ وَمَحۡیَایَ وَمَمَاتِیۡ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ
(আল আনআম - ১৬২)
~হে আল্লাহ!আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার হায়াত, আমার মওত আপনার জন্য।

আল্লাহ তা'য়ালার অজস্র নেয়ামতের শুকরিয়া হিসেবেই কুরবানী দিচ্ছি।

একটি হলো "কী দিচ্ছি "তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া, অপরটি হলো "কার জন্য দিচ্ছি "তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। ঈমানের দিক দিয়ে যে যত উঁচু হবে "কার জন্য দিচ্ছি" সে দিকে তার তত দৃষ্টি নিবন্ধিত হবে। "কী দিচ্ছি "এর থেকে "কার জন্য দিচ্ছি" এটা ভাবা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহর জন্য কুরবানী দিচ্ছি সামান্য কিন্তু এই সামান্য দেওয়ার জযবা আসবে নিজের সবটা দেওয়ার জযবা থেকে। এই মাত্র একটা বকরি না গরু দিচ্ছি কিন্তু এটা তো আল্লাহর জন্যই।আল্লাহ যদি চাইতেন পুরো জানটা দিয়ে দেওয়ার জন্য তবে তো পুরো জানটাই দিয়ে দিতাম। আল্লাহর এত এহসান, এত দয়া আমার উপরে আল্লাহর অগণিত নেয়ামত আমার উপরে, আল্লাহর অজস্র নিয়ামতের শোকর হিসেবে দাবি তো ছিল নিজের সবটা দেওয়ার, প্রয়োজনে নিজের জানটাও।হক্ব তো ছিল নিজের সব দেওয়ার জন্য কিন্তু দিচ্ছি খুবই সামান্য। আরও বেশি দেওয়ার দরকার ছিল আরও বেশি দেওয়ার দাবি ছিল কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা চেয়েছেন সামান্যই,তাই সামান্যই দিচ্ছি।কিন্তু যদি এর থেকে বেশি চাওয়া হয়, বেশি দেওয়া লাগে তবে এই বেশি দেওয়ার জযবা যেন আমার মাঝে থাকে।

আরও বেশি দেওয়া দরকার ছিল — এই জযবা ছিল সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম এর। তাঁদের জযবা কী পরিমাণ বড় ;তাঁদের SACRIFICE করা অবস্থায় যদি দিলের যে অবস্থা সেটার সাথে আমাদের দিলের অবস্থা মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে আমাদের ঈমানী পর্যায়টা কত ছোট আর তাঁদের ঈমান কত বড়।

আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু এক খ্রিস্টান বাদশাহর নিকট বন্দী হয়েছিলন। তাকে প্রলোভন দেখানো হচ্ছিল যে, "তুমি যদি খ্রিস্টান হয়ে যাও তবে তোমাকে অর্ধেক বাদশাহী দেওয়া হবে এবং আমার কন্যার সাথে তোমাকে বিয়ে দেওয়া হবে।" কিন্তু তিনি কোনোভাবেই রাজী হচ্ছিলেন না। উনার সামনে কয়েকজন কয়েদিকে বড় গরম তেলের পাত্রে ছেড়ে দেওয়া হল এবং সাথে সাথে তারা ভুনা হয়ে গেল।এরপর বাদশাহ বলল,"তুমি যদি খ্রিস্টান হওয়ার জন্য রাজী না হও তবে তোমাকেও সেখানে ফেলে দেওয়া হবে।"কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল।এক পর্যায়ে হুকুম করা হল ইবনে হুজাফাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন উনার চোখে পানি এসে গেল।তারা মনে করল এখন সম্ভবত মনে ভয় এসে গিয়েছে।তাঁকে ফিরিয়ে আনা হল এবং পূর্বের প্রস্তাবগুলোই দেওয়া হল।ইবনে হুজাইফা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু জবাব দেন,"আরে বোকা! তুমি কী মনে করেছ যে আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি!আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার তো মাত্র একটাই জান সেটা আল্লাহর জন্য দিচ্ছি।কিন্তু আমার শরীরে যদি পশম পরিমাণ জানও হত তবে আমি পশম পরিমাণ জান একটির পর একটি আল্লাহর জন্য দিয়ে দিতাম।কিন্তু আমি দিয়ে পারছি মাত্র একটা জান। এই সামান্য কিছু দিচ্ছি এর থেকে বেশি কিছু দিতে পারছি না। এজন্যই আমি কাঁদছি। "

কুরবানী করার যখন সুযোগ আসবে তখন দিলের জযবা কেমন হওয়া চাই, তা যত দিলের মধ্যে থাকবে, আল্লাহর আজমত যত দিলের মধ্যে থাকবে, আল্লাহর জন্য সব দেওয়া দরকার ছিল কিন্তু দিয়েছি সামান্যই এটা যখন থাকবে তখন আমার কুরবানী অনেক বড় হয়ে আল্লাহর নিকট কবুল হবে।যখন আল ফিকহুল আকবারের এই দিকটি বড় হয়ে যাবে তখন আমার এই কুরবানী যত সামান্যই হোক না কেন এটার আজর ও নেকী অনেক বেশি হবে।

২। কুরবানীর জানোয়ার দাম হিসেবে বড় হবে না বরং এই জানোয়ারের প্রতি একটা আজমত থাকা দরকার আমাদের। কারণ যে জানোয়ারটা জবাই করা হয় আল্লাহ তা'য়ালা তার সম্পর্কে বলেছেন,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
(আল হাজ্জ্ব - ৩৬)

সেই জানোয়ারটিকে আল্লাহ তা'য়ালা আল্লাহর নিদর্শন বলেছেন। আল্লাহর জন্য যে পশুটি জবাই হচ্ছে তার প্রতি একটা মহব্বত সৃষ্টি হওয়া চাই। সে যতই কম দামী বা ছোট হোক না কেন।

৩। কুরবানী করে কী পাব এটা সামনে রাখাঃ

আরবীতে একে বলে ইহতিসাব।মানে গোশত পাব এটা না বরং আখিরাতে কী পাবো এটা সামনে রাখা।যায়দ ইবনে আরকাম রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত যেখানে সাহাবায়ে আজমাইন রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিসালামকে প্রশ্ন করেন," হে আল্লাহর রাসুল! এই কুরবানীটা কী?"রাসুলুল্লাহ জবাব দেন,"তোমাদের পিতা ইবরাহিমের সুন্নাত।"সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেন,"এতে আমাদের জন্য কী আছে।" আল্লাহর রাসুল বলেন, "এই জানোয়ারের প্রতিটি পশম বরাবর নেকী হবে।"

আখিরাতের প্রাপ্তি এবং এই আমলটা কত বড় এটা খেয়াল রাখা দরকার। আল্লাহর রাসুল বলেছেন,

- কুরবানীর দিন বান্দা যত আমল করে, সব আমলের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রিয় আমল হল রক্ত প্রবাহিত করা।
- কুরবানীর জানোয়ার তার শিং,পশম,হাড়সহ কিয়ামতের ময়দানে হাজির হবে।
- জানোয়ারের রক্ত মাটিতে পরার আগেই আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায়।

আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য, ইখলাসের সাথে জযবা নিয়ে কুরবানী করলে সেটা যে কত দ্রুত কবুল হবে তা বুঝানোর জন্য আল্লাহ বলেছেন মাটিতে পরার আগেই তা কবুল হয়ে যায়।

কুরবানীর সাথে আল ফিকহুল আওসাতের সম্পর্কঃ
১। ইখলাস।
২। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা।

ইখলাসঃ

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের অন্তর দেখেন, লোক দেখানোর জন্য কুরবানী করা যাবে না।মানুষ কী বলবে, আত্মীয় স্বজন কী বলবে কিংবা কার পশু বেশি দামী এগুলো ইখলাসকে নষ্ট করে।

মানুষের প্রতি সহমর্মিতাঃ

মানুষকে দেওয়া, সাদাকা করা এই দিকটাও সাথে থাকবে।